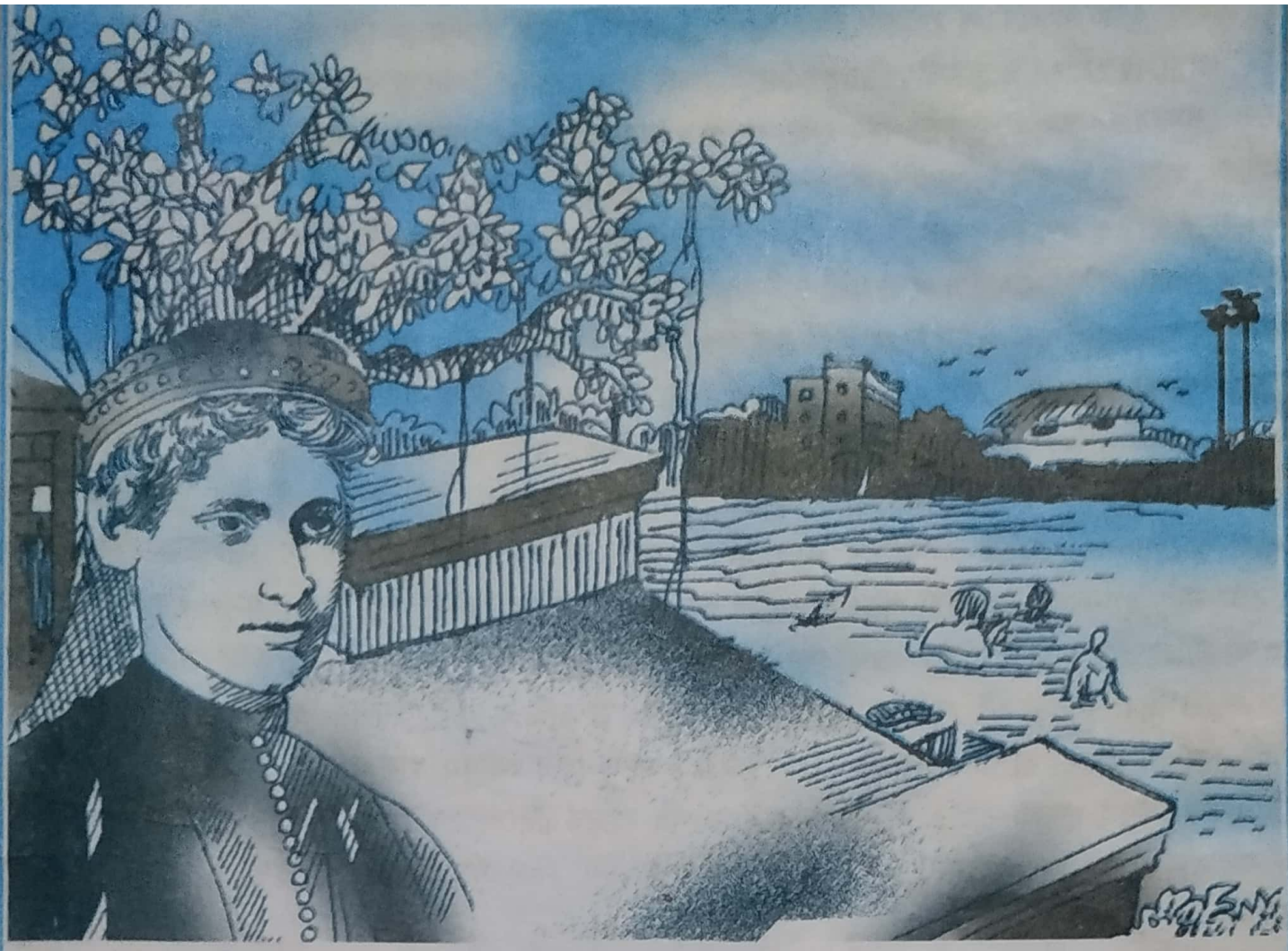

আমার শৈশব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপর তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিদা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে। এই তো তখনকার কালের বিশেষত্ব, তাহার 'পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই ছিল না।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জন্য তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্, অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা—সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো, পরানো, সাজানো-গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

Scanned with CamScanner

আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপর আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই। কেবল আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেটযোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখ বোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কৃপায় শিশুর ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত, সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতা চালনা এত বহুল পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো, তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভূষা, আহার-বিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম, কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়া ছিলাম। তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁটি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিস পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাতে পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়ে নষ্ট হয়।

বাহির বাড়িতে দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ!.... গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

Scanned with CamScanner

তাহাদের কাছে অপব্যয়ে নষ্ট হয়।

বাহির বাড়িতে দোতলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ!.... গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের কাছে প্রকাণ্ড একটা চিনা বট দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণি। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙ্গুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলো ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ এক সময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত; কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া

Scanned with CamScanner

লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারও ব্যস্ততা লেশমাত্র নেই, ধীরেসুস্থে স্নান সারিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুলগতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁস ও পাতিহাঁসগুলো সারাবেলা ডুব দিয়া গুগ্‌লি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চুচালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিণী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।.....মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো, প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে-বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই; যাহারা স্নান করিত, তাহারাও অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর, সেই বালক আজ বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে সুদিন-দুর্দিনের ছায়া-রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

সংক্ষেপিত

পাঠসহায়িকা

লেখক পরিচিতি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ (৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা সারদা দেবী। শৈশবে তিনি স্থানীয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভরতি হন। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা তাঁকে বেশি দিন আটকে রাখতে পারেনি। পরে ইংল্যান্ডে শিক্ষার জন্য গমন করেন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শৈশবেই কাব্য রচনার উন্মেষ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এরূপ প্রতিভার অধিকারী বিরল। কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছোটো গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কাব্যের মূল সুর বিশ্বজনীনতা। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করেন। 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। সমাজসচেতন কবি ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদে 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ— কড়ি ও কোমল, মানসী, চিত্রা, সোনার তরী, বলাকা, বনবাণী, আরোগ্য, জন্মদিনে ইত্যাদি, উপন্যাস— গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ ইত্যাদি, স্মৃতিকথা— ছেলেবেলা, জীবনস্মৃতি। কবির মৃত্যু হয় ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (৭ আগস্ট ১৯৪১)।

আলোচ্য গদ্যাংশটি **'জীবনস্মৃতি'** গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

পাঠ্যাংশের মূলভাব ঃ লেখক তাঁর শৈশব জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ঠাকুরবাড়িতে ছেলেদের প্রতি বড়োরা বিশেষ নজর দিতেন না। ফলে তাঁরা মুক্ত জীবন লাভ করেছিলেন। বড়োদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান ছিল প্রচুর, এখনকার ছোটোদের মতো নয়। তাদের জামাকাপড় জুতোয় কোনো শৌখিনতা ছিল না। তাঁরা যেটুকু খেলনা পেতেন তা সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতেন। তাঁদের দিন কাটত চাকরদের ঘরে। লেখক চাকর শ্যামের তত্ত্বাবধা

Scanned with CamScanner

থাকতেন। আর জানালা দিয়ে বাইরের পুকুর দেখতেন। সেখানে নানা ধরনের লোক আসত। সেখানে ছিল একটা বটগাছ। আজ আর কিছুই নেই।

শব্দার্থ ঃ ভোগবিলাস—পার্থিব ঐশ্বর্য। **সাদাসিদা**—সরল। **উপকরণ**—বিষয়বস্তু। **উৎপাত**—উপদ্রব। **বন্ধন**—বাঁধন। **অনাদর**—মনোযোগের অভাব। **চিত্ত**—মন। **আশঙ্কা**—ভয়। **সাদাজামা**—সুতির জামা। **অদৃষ্ট**—ভাগ্য। **যোজনা**—যুক্ত করা। **অনাবশ্যক**—অপ্রয়োজনীয়। **অকিঞ্চন**—দরিদ্র। **স্থাবর অস্থার**—জড় এবং স্থানান্তরযোগ্য। **কৃপায়**—আশীর্বাদে। **দুর্লভ**—সহজলভ্য নয়। **জিম্মা**—হেফাজত। **সমর্পণ**—উৎসর্গ, দান। **শ্যামবর্ণ**—কালো। **নির্দিষ্ট**—বিশেষ। **গণ্ডি**—সীমানা। **তর্জনী**—বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুল। **বিষম**—দারুণ। **আত্মসমর্পণ**—সম্পূর্ণভাবে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করা। **উৎসুক**—ব্যগ্র। **মৃদুমন্দ**—ধীরে সুস্থে। **দোদুল্যগতিতে**—কাঁপতে কাঁপতে। **বিকীর্ণ**—ছড়ানো। **নিস্তব্ধ**—শান্ত। **চঞ্চু**—ঠোঁট। **পুষ্করিণী**—পুকুর। **ঝুরি**—বট, অশ্বত্থ গাছের ঝুলে পড়া জটা। **বনস্পতি**—বৃহৎ বৃক্ষ। **অধিষ্ঠাত্রী**—অবস্থানকারী। **দর্পন**—আয়না। **অন্তর্হিত**—অদৃশ্য হয়েছে। **অনুসরণ**—পিছন পিছন যাওয়া।

টীকা-টিপ্পনী, সরলার্থ ঃ অনাদর একটি মস্ত স্বাধীনতা— ঠাকুরবাড়িতে শিশুরা চাকরদের হাতে মানুষ হত। বড়োরা বিশেষ নজর দিতেন না। ফলে, শিশুদের একটা সুবিধে হয়েছিল। তাদের ওপর নানা ধরনের নিষেধের বেড়া দেওয়া থাকত না বলে অন্যান্য শিশুদের চেয়ে তাদের স্বাধীনতা বেশি ছিল।

তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না— ঠাকুর বাড়িতে বড়োদের সঙ্গে ছোটোদের মেলামেশা প্রায় ছিলই না। দুজনের মধে দূরত্বটা এত বেশি ছিল যে ছোটোরা জানতেই পারত না বড়োরা কী করছে। বড়োদের কাছে ছোটোরা যেতে বাধা পেত।

পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়ে নষ্ট হয়— যে কোনো বস্তু সুলভ হলে তার মর্যাদা কমে যায়। আধুনিক কালের শিশুরা সবকিছুই এত বেশি পায় বলে সব কিছুর প্রতি তাদের আকর্ষণ কম। সামান্য ব্যবহারেই তারা যে কোনো জিনিস নষ্ট করে।

সীতা— রামচন্দ্রের স্ত্রী, রাজা জনকের কন্যা

রামায়ণ— কবি কৃত্তিবাস ওঝা রচিত মহাকাব্য। বনবাস কালে সীতাকে গণ্ডি দিয়ে আটকে রেখেছিল লক্ষ্মণ। কিন্তু সীতা সেই গণ্ডি পার হলে রাবণ তাকে হরণ করে।

যে আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত— বালক রবি যে ঘরে থাকত তার নীচেই একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরে যারা স্নান করতে আসত তারা চলে যাবার পর রবি সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নানা কিছু কল্পনা করত।

সুদিন-দুর্দিনের ছায়া রৌদ্রপাত গণনা করিতেছে— অল্প বয়সে বালক রবীন্দ্রনাথ যে বটগাছ দেখে নানা কিছু কল্পনা করত আজ আর সেই গাছ নেই। আর রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরিণত বয়সে সংসারের নানা বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে সুখদুঃখের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

Scanned with CamScanner

(গ) আহারে তারা খুব শৌখিন ছিল/একেবারেই ছিল না।
(ঘ) শীতের দিনে যথেষ্ট ছিল দুটি সাদা জামা/পশমের জামা।
(ঙ) এখনকার ছেলেরা না চাইলে কিছু পায় না/সমস্ত পায়।
(চ) চাকরের নাম ছিল রাম/শ্যাম
(ছ) জানালার নীচে ছিল পুকুর/পথ।
(জ) চাকরের দেওয়া গন্ডি রবি অবিশ্বাস করত/বিশ্বাস করত।
(ঝ) পুকুরে স্নান করতে আসত অনেক লোক/অল্প লোক।
(ঞ) পুকুর নির্জন হলে বটগাছটা রবির মনকে আকর্ষণ করত/করত না।

❑ অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ❑

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে দাও ঃ

(ক) আগেকার দিনে জীবনযাত্রা কী রকম ছিল?
(খ) চাকররা নিজেদের কর্তব্য সরল করার জন্য কী করত?
(গ) ছোটোরা কোন্ বয়সের আগে মোজা পড়ত না?
(ঘ) ঠাকুরবাড়ির দরজি কে ছিল?
(ঙ) দরজি কী অনাবশ্যক মনে করত?
(চ) এখনকার ছেলেরা গুরুজনদের কী করেছে?
(ছ) একটি চাকরের কী নাম ছিল?
(জ) চাকরটি কী করত?
(ঝ) জানালার নীচেই কী ছিল?
(ঞ) ঘাটবাঁধানো পুকুরের পূর্বদিকে এবং দক্ষিণদিকে কী ছিল?
(ট) পুকুর নির্জন হলে জলে কারা থাকত?
(ঠ) ছোটো রবির মনকে কে অধিকার করত?
(ড) বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পন কী ছিল?

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ❑

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দু-তিনটি বাক্যে দাও ঃ

(ক) তখনকার দিনে শীতকালে শিশুরা কীরকম জামা কাপড় পড়ত?
(খ) আমাদের মন মুক্ত ছিল—এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক কী বোঝাতে চাইছেন?
(গ) আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। —এই গন্ধ না থাকার পরিচয় দাও।
(ঘ) জামায় পকেট না থাকায় লেখক কেন দুঃখ বোধ করতেন?
(ঙ) পাদুকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কীভাবে ব্যর্থ হত?
(চ) এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলাম? 'তাহাদিগকে' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? কেন তাদের ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করা হয়েছিল?
(ছ) শ্যামের বর্ণনা দাও। সে কীভাবে কর্তব্য পালন করত?
(জ) গন্ডি বন্ধনে বন্দী হয়ে লেখক কীভাবে দিন কাটাতেন?

Scanned with CamScanner

(ঝ) প্রতিবেশীরা কখন স্নান করতে আসত? তাদের সম্বন্ধে লেখকের কী ধারণা ছিল?

(ঞ) আজ লেখকের স্পষ্ট ভাষায় কী বলা অসম্ভব?

❑ রচনাধর্মী প্রশ্ন ❑

৪। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কম বেশি আট-দশটি বাক্যে দাও ঃ

(ক) তখনকার জীবন যাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিদা ছিল—'তখনকার' বলতে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে? 'এখনকার' বলতেই বা কোন্ সময়কে বোঝানো হচ্ছে? দুই কালের জীবন যাত্রার পার্থক্য নির্ণয় করো।

(খ) অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা — কে কার কাছ থেকে অনাদার পেত? অনাদরকে মস্ত স্বাধীনতা বলা হয়েছে কেন? এই অনাদরের ফলে লেখকের কী সুবিধে হয়েছিল?

(গ) তাহাতে পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়ে নষ্ট হয়। —'তাহাতে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'তাহাদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? 'তাহারা' কী এবং কেন অপব্যয়ে নষ্ট করে?

(ঘ) প্রত্যেকের প্রাণের বিশেষত্বটুকু আমার পরিচিত। —এই বিশেষত্বের পরিচয় দাও।

(ঙ) সেই বট গাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। কোন্ বট গাছটার কথা বলা হয়েছে? লেখক কোথা থেকে সেটা দেখতেন? কীভাবে বট গাছের তলা লেখকের মনকে অধিকার করত? এখন বট গাছটার কী অবস্থা হয়েছে?

(চ) বট গাছ ঝুরি নামিয়ে কী রূপ অবস্থা করেছিল? সেই বটগাছকে উদ্দেশ্য করে লেখক কী লিখেছেন? বড়ো হয়ে লেখক কেন বলছেন 'ঝুরি নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলতার মধ্যে' দিন কাটাচ্ছেন?

❑ ভাষাগত প্রশ্ন ❑

Scanned with CamScanner